বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৪০৫৩/২০১৭

নাহিদ আফরোজ ও অন্যান্য

..... দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ জীসান হায়দার

..... দরখাস্তকারীদ্বয়ের পক্ষে।

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভেকোট সায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

..... রাষ্ট্রপক্ষে পক্ষে।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

শুনানীর এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ০৯.০৩.২০২০।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী নাহিদ আফরোজ ও অপর ০১ জন কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(আ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why impugned orders contained in "প্রজ্ঞাপন নম্বর ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-২৫০ dated 08.10.2013 and subsequent 09 (nine) প্রজ্ঞাপন (Annexure- C, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9) whcih published in various cadre posts based upon the results of the 32 (Special) BCS Examination, but the names and roll numbers of the Petitioners were not included anywhere in those 10 (ten) প্রজ্ঞাপন altough both the petitioners had passed the written examination as well as the viva and they had been provisionally recommended by the Respondent No. 03, should not be declared to have been made without lawful*

authority and is of no legal effect and to show cause as to why the respondents shall not be directed to appoint the petitioners in the Bangladesh Civil Services in Cadre Name Bangladesh Civil Service (Health), Post Name Assistant Surgeon and count their seniority with effect from 30.10.2013 i.e. the date of first joining of most candidates and/or pass such other or further order or orders passed as to this court may seem fit and proper."

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন, এই যে,

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষায় দরখাস্তকারীদ্বয় উভয়েই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদন দাখিল করে এমসিকিউ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অত্র রীট পিটিশনারদ্বয় সহ সর্বমোট ২৫৯২ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। রীট পিটিশনারদ্বয়কে সহকারী সার্জন মুক্তিযোদ্ধা কোটা [বিসিএস (স্বাস্থ্য)] পদে সুপারিশ করা হয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত ২৫৯২ জনের মধ্য থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নব-নিয়োগ অধিশাখা প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-২৫০ তারিখ ইংরেজী ০৮.১০.২০১৩ মাধ্যমে ১৬১৯ জনকে, পরবর্তীতে প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-২৭৪ তারিখ ইংরেজী ১৩.১১.২০১৩ মূলে ০৬ (ছয়) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-০২ তারিখ ইংরেজী ০৭.০১.২০১৪ মূলে ০২ (দুই) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-৩৯ তারিখ ইংরেজী ২৩.০৩.২০১৪ মূলে ০৫ (পাঁচ) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-৬৬, তারিখ ইংরেজী ১২.০৫.২০১৪ মূলে ০৩ (তিন) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-১৪৯ তারিখ ইংরেজী ১৬.১০.২০১৪ মূলে ০১ (এক) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-১৮৪ তারিখ ইংরেজী ২৯.১২.২০১৪ মূলে ০৩ (তিন) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-২৫৮ তারিখ ইংরেজী ১৪.১২.২০১৬ মূলে ০৭ (সাত) জনকে, প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-২২ তারিখ ইংরেজী ১৬.০২.২০১৭ মূলে ০১ (এক) জনকে এবং সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন নম্বর- ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩২.০০২.১৩-১৮৩ তারিখ ইংরেজী ২২.০৮.২০১৭ মূলে ০২ (দুই) জনকে নিয়োগ প্রদান করে। কিন্তু দরখাস্তকারীদ্বয়কে নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর দরখাস্তকারীদ্বয় বিগত ইংরেজী ০৪.১০.২০১৭ তারিখে প্রতিপক্ষগণ বরাবরে ন্যায় বিচার দাবি করে ডিমান্ড অব জাস্টিস নোটিশ ইস্যু করেন। প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীদ্বয়ের

উপরিল্লিখিত নোটিশের কোনরূপ জবাব প্রদান না করায় দরখাস্তকারীদ্বয় বাধ্য হয়ে অত্র বিভাগে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(আ) এর আওতায় দরখাস্ত দাখিল করে অত্র রুল নিশি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ জীসান হায়দার বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুরী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে, নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীগণের বরাবরে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা সম্ভব হয়নি।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের দরখাস্ত এবং এর সহিত সংযুক্ত সকল প্রদর্শনী, ১নং প্রতিপক্ষের হলফান্তে জবাব এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

এটা স্বীকৃত যে, ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস এর এমসিকিউ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় দরখাস্তকারীদ্বয় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং বাংলাদেশ কর্ম কমিশন কর্তৃক তারা নিয়োগের নিমিত্তে যথারীথি সুপারিশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের কারণে দরখাস্তকারীদ্বয়ের বরাবরে সহকারী সার্জন পদের নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়নি।

সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশের পর Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981 এর ৪(৩)(এ)(বি) উপবিধি অনুযায়ী সুপারিশকৃত প্রার্থীদের প্রাক চাকুরী বৃত্তান্ত যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার পর বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981 এর ৪(৩)(এ)(বি) উপবিধিতে নিম্নরূপ বিধান আছেঃ

> ***"No appointment to a service by direct recruitment shall be made untill;***
> ***(b) The antecedents of the person so selected have been verified through appropriate agencies and found to be such as do not render him unfit for appointment in the service of the Republic.***

Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981 এর ৪(৩)(এ)(বি) উপবিধি অনুযায়ী ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস এ সুপারিশকৃত প্রার্থীদের প্রাক-চাকুরি বৃত্তান্ত যাচাইয়ের জন্য যথাযথ এজেন্সিকে অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত

প্রতিবেদন দরখাস্তকারীদ্বয় সম্পর্কে *" unsatisfactory"* রয়েছে মর্মে ১নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীদ্বয়ের নিয়োগপত্র ইস্যু করেন নাই।

BCS Rules 1981 এর ৪ (৩) (এ) (বি) মোতাবেক নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস পার্যালোচনা করে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগে অনুপযুক্ত (unfit) কিনা তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই বাছাই করা বাধ্যতামূলক। যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস যাচাই বাছাই করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারী চাকুরীর নিয়োগের উপযুক্ত কিংবা অনুপযুক্ত নির্ধারণ করবেন।

যদি নির্বাচিত ব্যক্তি অনুপযুক্ত (Unfit) হয় তাহলে কি কারণে তিনি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অনুপযুক্ত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় চলবে না। অর্থাৎ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অনুপযুক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং আইনানুযায়ী ভাবে করতে হবে।

কোনো অস্পষ্ট (Vague) সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয়। অস্পষ্টতা আইনের পরিপন্থী।

কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় জাতীয় গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে দরখাস্তকারীদ্বয় কি কারণে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভে অযোগ্য তা না বলে শুধুমাত্র *"unsatisfactory"* রয়েছে মন্তব্য করেন যা বিধি বহির্ভূত এবং বেআইনী। বর্তমান BCS Rules 1981 এর বিধি ৪(ত)(এ) (বি) মোতাবেক জাতীয় গেয়েন্দা অধিদপ্তর দরখাস্তকারীদ্বয়কে সরকারী চাকুরীতে অযোগ্যতা (unfit) বিষয়ে তথ্য প্রদান না করে বিধি বহির্ভূত বক্তব্য তথা ***"unsatisfactory"*** মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন, যা বিধি সঙ্গত নয়। অর্থাৎ বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয় কি কারণে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভে অযোগ্য তদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোন তথ্য প্রমাণ দিতে ১ নং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

ববি হাজ্জাজ বনাম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (প্রতিবেদিত ৭১ ডিএলআর পাতা-৮৯) মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয় যে,

> *"It has been stated in "Administrative Law" by H.W.R.*
> *Wade, 5th edition at page-465:*
> *"For the purpose of natural justice, the question which matters is not whether the claimant has some legal right, but whether the legal power is being exercised over him to his disadvantage. It is not a matter of property or of vested interests, but simply of*

the exercise of Government power in a manner which is fair....."

It is often said that mala fides or bad faith vitiates everything and a mala fide act is a nullity. Now a pertinent question arises: what is mala fides? Relying on some observations of the Indian Supreme Court in some decisions, Durgadas Basu J held;

"It is commonplace to state that mala fides does not necessarily involve a malicious intention. It is enough if the aggrieved party establishes; (i) that the authority making the impugned order did not apply its mind at all to the matter in question; or (ii) that the impugned order was made for a purpose or upon a ground other than what is mentioned in the order." (Ram Chandra -vs- Secretary to the Government of W.B. AIR 1964 Cal 265).

The principle of reasonableness is used in testing the validity of all administrative actions and an unreasonable action is taken to have never been authorized by the Legislature and is unreasonable when it is so unreasonable that no man acting reasonably could have taken it. This has now come to be known as Wednesbury unreasonableness. (Associated Provincial Picture...vs... Wednesbury Corporation [1948] 1KB 223).

"প্রশাসনিক বিবেচনা (administravie discretion) একটি জটিল বিষয়। সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কতিপয় কার্য তাদের নিজস্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি ভিন্ন কোন সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে না। আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা এ কারণে প্রয়োজন যে, প্রত্যেক আধুনিক সরকারের জটিল বিষয়গুলো বিধি দ্বারা লিপিবদ্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আবার সমভাবে এটাও সত্য যে, চূড়ান্ত ইচ্ছাধীনতা হল নির্দয় মনিব সমতুল্য। সেকারণে '<u>প্রশাসনিক চূড়ান্ত ইচ্ছাধীনতার দাবী</u>' এবং '<u>যুক্তিসংগত চূড়ান্ত ইচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত পাওয়ার ব্যক্তির দাবী</u>' এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১ নং প্রতিপক্ষের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, ১ নং প্রতিপক্ষ তার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গতভাবে, নিরপেক্ষভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করবেন।

এটা সাধারণভাবে বলা যায় যে, অসদুদ্দেশ্যে (malafide) হতে হলে সংশ্লিষ্ট কাজটির (act or ommission) ক্ষেত্রে বিদ্বেষপূর্ণ বা বিদ্বেষ প্রসূত বা বিদ্বেষমূলক (malicious) ইচ্ছা থাকতেই হবে

এমন নয় । যদি বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এটা প্রমাণ করতে পারেন যে, (ক) কর্তৃপক্ষ তর্কিত আদেশ প্রদানের সময় তর্কিত বিষয়ে সঠিকভাবে বিবেচনা করেন নাই ;(খ) কর্তৃপক্ষ তর্কিত আদেশে বর্ণিত কারণ ভিন্ন অন্য কারণে তর্কিত আদেশ প্রদান করেছিলেন; কিংবা (গ) বিক্ষুব্ধ পক্ষ যদি এটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশটি অবিবেচনা প্রসূত তথা সঠিক বিবেচনা প্রসূত নয়; সেক্ষেত্রে তর্কিত আদেশটি অসদুদ্দেশ্যে (malafide) প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এটা জরুরী যে, নিবর্হী ক্ষমতা প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে যাতে একজন সাধারণ মানুষও এর কোন দোষ খুঁজে না পায়। সকল নিবর্হী কার্যের (action) বৈধতা পরীক্ষা করা হয় যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সংগত নীতির ভিত্তিতে।

"আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম বা ভুল " (apparent error) হল সেই ভুল যা একজন সাধারণ প্রজ্ঞার মানুষও অতি সহজে বুঝতে পারে। অর্থাৎ "**আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম**" হল সেই ভ্রম যার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান মোকদ্দমায় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক কেবলমাত্র *"unsatisfactory"* মন্তব্যের কারণে প্রদত্ত প্রতিবেদনটি সাধারণ যুক্তিতর্কে স্পষ্টতই একটি ***"আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম বা ভুল " (apparent error)***।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে তথা ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে তথা ন্যায্য প্রত্যাশা থেকে তথা আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয়ের ন্যায্য অধিকার হল নিয়োগ পত্র পাওয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ স্পষ্টতঃ দরখাস্তকারীদ্বয়কে দরখাস্তকারীদ্বয়ের ন্যায্য অধিকার থেকে বেআইনীভাবে বঞ্চিত করেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিক আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকারী। এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বর্তমান মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীদ্বয়ের সাথে আইনানুযায়ী আচরণ করেন নাই।

বর্তমান মোকদ্দমায় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে ***"unsatisfactory"*** মন্তব্যটি অযৌক্তিক, অসদভিপ্রায় *(bad faith)* এবং অসদুদ্দেশ্যে (*malafide*) ভাবে গৃহীত। কেননা উক্ত প্রতিবেদন প্রদানকালে গোয়েন্দা অধিদপ্তর বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনা করেনি। অপরদিকে প্রতিবেদনে ***"unsatisfactory"*** মন্তব্য মোটেও যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সংগত নয় বরং বিশদ কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে নিছক এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, অসুনির্দিষ্ট, অবিবেচনা প্রসূত এবং ভ্রম মর্মে প্রতীয়মান ভ্রম।

সুতরাং উক্ত অস্পষ্ট, অসুনির্দিষ্ট, অবিবেচনা প্রসূত এবং প্রতীয়মান ভ্রম আদেশটি এখতিয়ার বহির্ভূত এবং প্রাকৃতিক বিচার (*natural justice*) এর নিয়মবিরোধী বা পরিপন্থী।

শুধুমাত্র ভিন্ন মত, দর্শন এবং বিশ্বাস প্রচার করার জন্য ৩৯৯ বিসি (399 B.C)-তে এথোনিয়ান সরকার (Athanion Government) সর্বকালের সেরা দার্শনিক সক্রেটিস (SOCRATES) কে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছিলেন মৃত্যুর পূর্বে তার অমর বাণীর শেষ দুই লাইন হলো,

> ***"The hour of departure has arrived, and we go our ways—I to die, and you to live. Which is better God only knows."***

মধ্যযুগীয় সহিংসতা থেকে বের হয়ে এসে একটি অধিকতর উদার এবং আলোকিত/জ্ঞানদীপ্ত সমাজ বিনির্মানে ইউরোপ যে কঠিন সংগ্রাম করেছে তারই ফলশ্রুতীতে ইউরোপে আজ ভিন্নমত, পথ এবং বিশ্বাস একসাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করছে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। যদিও এটি রাতারাতি হয়নি, তবে এও সত্য যে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও চলমান। ইউরোপের এই সহিষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার চিত্রটি সকলের নিকট সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন ফরাসি দার্শনীক ***Denis Lacorne*** তাঁর সুলিখিত বই ***"The Limits of Tolerance—Enlightenment Values and Religious Fanaticism"- এ।***

১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইটালিয়ান দার্শনিক ***Giordano Bruno*** এর মৃত্যুদন্ড প্রদানকারী রোমান ইনকুইজিটর (Roman Enquisitors)-দের উদ্দেশ্যে তিনি সাহসের সাথে যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো,

> ***"You may be more afraid to bring that sentence against me than I am to accept it. "***

ভিন্ন মতালম্বী বিট্রিশ খেয়ালী লেখক Charles Caleb Colton বলেছেন যে,

> ***"Liberty will not descent to a people. A People must raise themselves to liberty. It is a blessing that must be earned before it can be enjoyed."***

আমাদের বাঙ্গালী সমাজ সহিষ্ণু সমাজ (Tolerant Society)। জাতি হিসাবেও আমরা সহিষ্ণু জাতি (Tolerant Nation)।

আমাদের সমাজে প্রথম অসহিষ্ণুতার (Intolerant) বীজ বপন করেছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। পরবর্তীতে এই কোম্পানীর হাত ধরে ব্রিটিশ দখলদার সরকার ভারত বর্ষে অস্ত্র দেখিয়ে জোর

জবরদস্তি করে ঢুকে দখল করে। ব্রিটিশ তাদের অবৈধ দখলদারিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশরা যখন তাদের দখলদারিত্ব আর রক্ষা করতে পারছিলনা তখন তারা পরিকল্পিত ভাবে উন্নত কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির অধিকারী আমাদের সহিষ্ণু ভারতবর্ষকে স্থায়ীভাবে অপসংস্কৃতি এবং অসহিষ্ণু রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন মানসে তথা ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টিকারী কালা কানুন তৈরী করে দিয়ে ভারতবর্ষকে অসহিষ্ণু রাষ্ট্রে (Intolerant State) ব্যবস্থার দিকে চালিত করে দিয়ে যায়। পরবর্তীতে পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তানি মিলিটারী শাসন ব্যবস্থা তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার কারণে ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে উস্কিয়ে দিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে আরো অসহিষ্ণু রাষ্ট্রে (More Intolerant State) পরিণত করেন। এমনি একটি অবস্থায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা বাংলাদেশ নামক সহিষ্ণু রাষ্ট্র (Tolerant State) প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙ্গালী জাতি ব্রিটিশ এবং পাকিস্থানী দখলদার ও অপশাসকদের নাগপাশ থেকে দীর্ঘদিন পর মুক্ত হয় ১৯৭১ সালে। কিন্তু বাঙ্গালীদের এই সহিষ্ণু রাষ্ট্রের দিকে চলা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। একদল হায়েনাদের ছোবলে আমাদের পবিত্র দেশ ক্ষত-বিক্ষত হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট।

জনগণের বেতনভুক কতিপয় মিলিটারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগনের কেনা অস্ত্রে জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে এদেশকে দখল করে। সেসব কতিপয় জনগণের বেতনভুক মিলিটারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যার বিষয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিরবতা পালন করেছিলেন তৎকালীন সময়ে সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব পালনকারী সকলে যা ছিল জাতীর সবচেয়ে কলংককর অধ্যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্টের সেই কালরাত্রিতে জনগণের বেতনভুক কতিপয় মিলিটারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকেই হত্যা করে নাই, হত্যা করেছে পাকিস্তানী বাহিনীর মতো শিশু, নারী এবং সাধারণ নিরস্ত্র নাগরিকদের, হত্যা করেছে জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার মতো নিরাপদ স্থানে, হত্যা করেছে সমগ্র জাতিকে, হত্যা করেছে সমগ্র জাতির উদীয়মান ভবিষ্যতকে, হত্যা করেছে স্বাধীনতার আদর্শকে, হত্যা করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, হত্যা করেছে সহিষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে। অতঃপর ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশ একটানা একুশ বৎসর উল্টো পথে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষ স্রোতে, স্বাধীনতার আদর্শের বিপক্ষ স্রোতে এবং সর্বোপরী অসহিষ্ণু জাতি (Intolerance State) হিসেবে চলেছে। বর্তমানে জাতি আবার সহিষ্ণুতার দিকে পথ চলা শুরু করে সহিষ্ণু রাষ্ট্র বিনির্মানে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

এমনি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী, সিভিল এবং মিলিটারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে খুবই গুরুত্বপূর্ণের সাথে তাদের প্রতিটি কর্মকান্ডে সতর্কতার সাথে একটি সহিষ্ণু রাষ্ট্রের নীতি এবং আদর্শ যা আমাদের পবিত্র সংবিধানে ও রাষ্ট্রের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁরও নীতি এবং আদর্শ, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালন করতে হবে। তাহলেই এবং কেবল মাত্র তাহলেই আমাদের প্রিয় দেশ পৃথীবির বুকে একটি সুন্দর সহিষ্ণু উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে আমাদের এই স্বাধীনতা অনেক কষ্টে পাওয়া। অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া। লক্ষ শহীদের ত্যাগ এবং তিতীক্ষার বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা তখনই স্বার্থক হবে যখন আমরা আমাদের আচরণ, কর্মকান্ডে নিজেদেরকে একটি সহিষ্ণু উন্নত জাতি হিসেবে নিবেদীত করবো।

বাংলাদেশের সকল আদালতের বিচারকরা, সকল সরকারী-আধাসরকারী এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথা সকল সিভিল এবং মিলিটারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বাংলাদেশের প্রসাশনিক ক্যাডারসহ সকল ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা, সকলকে তাদের কর্ম জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে মনে রাখতে হবে যে, **আমরা সকলেই বিনাযুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে মুক্তিযুদ্ধের উপকারভোগী, স্বাধীনতার উপকারভোগী (Beneficiary)**। আজকে তাঁরা সকলে যে সম্মান, মর্যাদা এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন তা কেবল মাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দানকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এবং সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত। সুতরাং উপরিল্লিখিত সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে দেশের জন্য জীবন দিতে হবেনা, রক্ত দিতে হবেনা; শুধুমাত্র সৎ এবং নিরপেক্ষ ভাবে তাঁদের উপর জনগণ কর্তৃক অর্পিত বিশ্বাস এর মর্যাদা এবং অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালন করলেই চলবে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে বিমান বন্দর থেকে সরাসরি ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এসে বাঙ্গালি জাতির উদ্দেশ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন প্রাসঙ্গিক হওয়ায় তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''আমি প্রথমে স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেপাই, পুলিশ, জনগণকে- হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে;

তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু-এক কথা বলতে চাই।

আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে- আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে। আমি আমার সেই যে ভাইয়েরা আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আজ শতকরা-আমার খবর হয়েছে, প্রায় ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও, এতো লোক, এতো সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই সাত কোটির বাংলাদেশে হয়েছে।

আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দেও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে আমার।

আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীকে, আমি মোবারকবাদ জানাই রাশিয়ার জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ব্রিটিশ, জার্মানি, ফ্রান্স সব জায়গার যে গভর্নমেন্ট, জনসাধারণ আছে, তাদের আমি মোবারকবাদ জানাই যারা আমাকে সমর্থন করেছে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই বিশ্ব দুনিয়ার মজলুম জনসাধারণকে, যারা আমার এই মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে।

আমার বলতে হয়, এক কোটি লোক এই বাংলাদেশের থেকে ঘর বাড়ি ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিলো। ভারতের জনসাধারণ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাদের খাবার দিয়েছে, থাকবার দিয়েছে, তাদের আমি মোবারকবাদ না দিয়ে পারি না। যারা অন্যরা সাহায্য করেছে তাদের আমার মোবারকবাদ দিতে হয়।

তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না। বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগে, ও বাঙালি এবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার তোমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তোমরা তা করেছো। আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি কর। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে সংগ্রাম করেছো।

আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বহু কর্মী, আমার বহু মা-বোন, আমার বহু ভাই আজ দুনিয়ায় নাই, তাদের আমি দেখবো না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম, বাংলাকে আমি সালাম জানাই। আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড় ভালোবাসি, বোধহয় তার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

আমি আশা করি, দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, যে আমার রাস্তা নাই, আমার ঘাট নাই, আমার জনগণের খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা-সর্বহারা, আমার মানুষ পথের ভিখারী। তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য করো, মানবতার খাতিরে তোমাদের কাছে আমি সাহায্য চাই। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা রিকোগনাইজ করো। জাতিসংঘের ত্রাণ দাও; দিতে হবে, উপায় নাই দিতে হবে। আমি, আমরা হার মানবো না, আমরা হার মানতে জানি না। কবিগুরু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-''সাত কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।''

কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে, দুনিয়ার ইতিহাসে, স্বাধীনতার সংগ্রামে এতো লোক আত্মহুতি, এতো লোক জান দেয় নাই। তাই আমি বলি আমায় দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম, ভাই হিসাবে-নেতা হিসাবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে- যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না- যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না- যদি এদেশের মা-বোনেরা ইজ্জতের কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না- যদি এদেশের মানুষ, যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ, কর্মী বাহিনী তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। তোমরা গেরিলা হয়েছো, তোমরা রক্ত দিয়েছো, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই।

একটা কথা-আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। বাংলায় যে অন্য লোকেরা আছে, অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না; আজও বলছি, তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের বলছি, তাদের উপরে হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি।

তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। সরকারের কাছে, বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন, একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে, আমি চাই, স্বাধীন দেশে, স্বাধীন নাগরিকের মতো, স্বাধীন আদালতে, বিচার হয়ে এদের শাস্তি হবে। আপনারা, আমি দেখায়ে দিবার চাই দুনিয়ার কাছে, যে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে।

আমারে আপনারা পেয়েছেন। আমি আসছি। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম-আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান- একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু এসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো। আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাবো না, তোমাদের কাছে

ক্ষমা চাইবো না। এবং যাবার সময় বলে যাবো, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।

ভাইয়েরা আমার, যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে, আপনারা জানেন। আমি সমস্ত জনসাধারণকে চাই যেখানে রাস্তা ভেঙে গেছে, নিজেরা রাস্তা করতে শুরু করে দাও। আমি চাই জমিতে যাও, ধান বুনাও। ***কর্মচারীদের বলে দিবার চাই, একজন ঘুষ খাবেন না। মনে রাখবেন, তখন সুযোগ ছিলো না, আমি ঘুষ ক্ষমা করবো না।***

ভাইয়েরা আমার, যাওয়ার সময় যখন আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাজউদ্দিন, নজরুলেরা আমার দিকে যায়। আমি বলেছিলাম, ৭ কোটি বাঙালির সাথে আমাকে মরতে দে তোরা। আমি আশীর্বাদ করছি। তাজউদ্দীনেরা কাঁদছিল। তোরা চলে যা। সংগ্রাম করিস। আমার আস্থা রইলো। আমি এই বাড়িতে মরতে চাই। এই হবে বাংলার জায়গা, এখানেই আমি মরতে চাই। ওদের কাছে মাথা নত করে আমরা পারবো না।

ভাইয়েরা আমার, ডাঃ কামালকে নিয়ে তিন মাস পর্যন্ত সেখানে ইন্টারোগেশন করেছে, মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার। কয়েকজন বাঙালি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে, তাদের আমরা জানি এবং চিনি। তাদের বিচার হবে।

আপনারা, আজ অমি বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা বুঝতে পারেন- ''নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।''

আজ আমি যখন ঢাকায় নামছি, আমি আমার চোখের পানি রাখতে পারি নাই। আমি জানতাম না, যে মাটিকে আমি এতো ভালবাসি, যে মানুষকে আমি এতো ভালোবাসি, যে জাতকে আমি এতো ভালবাসি, যে বাংলাদেশকে আমি এতো ভালোবাসি, সে বাংলায় আমি যেতে পারবো কি না। আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে, আমার বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলার মানুষ আজ আমার স্বাধীন।

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের মধ্যে আমাদের ঘৃণা নাই। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করবো। তোমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনের উপর রেপ করেছে, আমার ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে। যাও সুখে থাকো। তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের সঙ্গে আর না। শেষ হয়ে গেছে। তোমরা স্বাধীন থাকো, আমিও স্বাধীন থাকি।

তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বন্ধু হতে পারে, তাছাড়া বন্ধু হতে পারে না। তবে, যারা, অন্যায়ভাবে অন্যায় করেছে তাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে। আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আরেকদিন আমি বক্তৃতা করবো। কিছু দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে লই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি সে মুজিবুর রহমান এখন আর নাই। আমার বাংলার দিকে চাইলে দেখেন, সমান হয়ে গেছে জাগা, গ্রাম গ্রাম পোড়ায়ে দিয়েছে। এমন কোন ফ্যামিলি নাই, যার মধ্যে আমার লোককে হত্যা করা হয় নাই। কত বড় কাপুরুষ, যে নিরপরাধ নাগরিককে এভাবে হত্যা করে; সামরিক বাহিনীর লোকেরা। আর তারা বলে কি? যে আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সামরিক বাহিনী। ঘৃণা করা উচিত। জানা উচিত

দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে এই বাংলাদেশই দ্বিতীয় স্থান মুসলিম কান্ট্রি। মুসলমান সংখ্যায় বেশি- দ্বিতীয় স্থান। আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান। আর পশ্চিম পাকিস্তান চতুর্থ স্থান। আমরা মুসলমান। মুসলমান মা-বোনদের রেপ করে! আমরা মুসলমান। আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র। এই বাংলাদেশে হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই। আসার সময় দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঐ সময় আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে পারি, যেহেতু জানি আমি তাঁকে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে পন্ডিত নেহেরুর কন্যা। সে মতিলাল নেহেরুর ছেলের মেয়ে। তাঁরা রাজনীতি করেছে, ত্যাগ করেছে। তাঁরা আজকে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। যেদিন আমি বলবো, সেইদিন ভারতের সৈন্য বাংলার মাটি ছেড়ে চলে যাবে এবং তিনি আস্তে আস্তে কিছু কিছু সরায়ে নিচ্ছেন।

তবে যে সাহায্য করেছেন আমি আমার সাত কোটি দুঃখী বাঙালির পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে, তাঁর সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে মোবারকবাদ জানাই, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে এমন কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই, যার কাছে তিনি আপিল করেন নাই যে, শেখ মুজিবকে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কাছে বলেছেন, তোমরা ইয়াহিয়া খানকে বল শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেবার জন্য, একটা রাজনৈতিক সল্যুশন করার জন্য।

এক কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে কোনো দেশে চলে গেছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে লোক সংখ্যা দশ লাখ, পনেরো লাখ, বিশ লাখ, ত্রিশ লাখ, চল্লিশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ। শতকরা ষাটটা রাষ্ট্র আছে, যার
জনসংখ্যা এক কোটির কম। আর আমার বাংলা থেকে এক কোটি লোক মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে স্থান নিয়েছিলো। কত সেখানে অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছে, কত না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে, কত ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই পাষন্ডের দল।

ক্ষমা করো আমার ভাইয়েরা, ক্ষমা করো। আজ আমার কারো বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নাই। একটা মানুষকে তোমরা কিছু বলো না। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেবো। আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না। মুক্তিবাহিনীর যুবকরা, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। ছাত্রসমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। শ্রমিকসমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। কৃষক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। তোমরা করো, বাংলার হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমান আমার সালাম গ্রহণ করো।

আর আমার যে কর্মচারীরা, যে পুলিশ, ইপিআর, যাদের উপর মেশিনগান চালিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা মা-বোন ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে, তার স্ত্রীদের গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তোমাদের সকলকে আমি সালাম জানাই, তোমাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই কথা চিন্তা করেই মরতে পারি- এই দোয়া, এই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করবেন। *এই কথা বলে আপনাদের কাছে থেকে বিদায় নেবার চাই। আমার*

সহকর্মীদের আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা আমার, যাদের আমি যে কথা বলে গেছিলাম, তারা সকলে, যত এখানে আছে আমার, তারা একজন একজন করে তা প্রমাণ করে দিয়েছে, যে না, মুজিব ভাই বলে গেছে, তোমরা সংগ্রাম করো, তোমরা স্বাধীন করো, তোমরা জান দাও, বাংলার মানুষকে মুক্ত করো। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি চললাম। যদি ফিরে আসি, আমি জানি আমি ফিরে আসতে পারবো না। কিন্তু আল্লাহ আছে, তাই আজ আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি।

তোমাদের আমি, আমার সহকর্মীরা, তোমাদের আমি মোবারকবাদ জানাই। আমি জানি, কী কষ্ট তোমরা করেছো। আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম। ৯ মাস পর্যন্ত আমাকে কাগজ দেওয়া হয় নাই। এ কথা সত্য- আসার সময় ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাব, চেষ্টা করেন দুই অংশকে কোন একটা বাঁধনে রাখা যায় কিনা। আমি বললাম, আমি কিছু বলতে পারি না। আমি কোথায় আছি জানি না। আমার বাংলাদেশের মাটিতে যেয়ে আমি বলবো। আজ বলছি, ভুট্টো সাহেব, সুখে থাকো, বাঁধন টুটে গেছে, আর না। তুমি যদি কোন বিশেষ শক্তির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে, আমার বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে চাও, এবার মনে রেখ, এবার দলের নেতৃত্ব দেবে শেখ মুজিবুর রহমান। মরে যাবে, স্বাধীনতা আর হারাতে দেবো না।

ভাইয়েরা আমার, আমার ৪ লক্ষ বাঙালি আছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি অনুরোধ করবো, তবে একটা জিনিস আমি বলতে চাই, তোমাদের এ্যাপ্রুভাল নিয়া আমার সহকর্মীরা, ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অথবা ওয়ার্ল্ড জুরি এসোসিয়েশনের পক্ষের থেকে একটা ইনকোয়ারি হতে হবে। যে কী পাশবিক অত্যাচার, যেভাবে হত্যা করেছে আমাদের লোকদের, এ সত্য দুনিয়ার মানুষকে জানাতে হবে। আমি দাবি করবো জাতিসংঘকে, ইমেডিয়েটলি বাংলাদেশকে আসন দাও এবং ইনকোয়ারি করো।

ভাইয়েরা আমার, যদি কেউ চেষ্টা করেন, ভুল করবেন। আমি জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। সাবধান বাঙালিরা, ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। একদিন বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তৈরি করো, বলেছিলাম? বলেছিলাম, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করো, বলেছিলাম? বলেছিলাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এই জায়গায়, ৭ই মার্চ তারিখে। আজ বলে যাচ্ছি, তোমরা ঠিক থাকো। একতাবদ্ধ থাকো, কারো কথা শুনো না। ইনশাল্লাহ, স্বাধীন যখন হয়েছি, স্বাধীন থাকবো। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না। একটু সুস্থ হলে আবার বক্তৃতা করবো। আপনারা আমারে মাফ করে দেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। আপনারা আমার সাথে সকলে আজকে একটা মোনাজাত করেন।''

১৯৭০ সালে জনগণ জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। তৎপর তথা ১৯৭৫ সালের পর সংবিধান প্রণয়নের কথা বলে জাতির পিতা পাকিস্তানের মত নয় বৎসর, ভারতের মত ৩ বৎসর ৬ মাস এবং আমেরিকরার মত ১১ বৎসর আরও ক্ষমতায় থাকতে পারতেন।

অর্থাৎ জাতির জনক ১৯৭৫ থেকে অন্ততঃ ১০ বৎসর তথা ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের কথা বলে নির্বিঘ্নে থাকতে পারতেন। দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন করে নির্বাচন দেওয়ার কথা তৎকালীন সময়ে জনগণ দাবীই করেন নাই। কারণ জনগণ স্বাধীন দেশ পেয়ে তখন আনন্দ উদ্‌যাপন করছিল। কিন্তু জাতির পিতা ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েও তার পূর্বেই দ্রুত জনগণকে শাসনতন্ত্র দেওয়ার তাগিদে এবং দেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন দেওয়ার প্রয়োজনে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুযায়ী পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গ্রহণ ও পাস করেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান কার্যকর করে ১৯৭৩ সালে উক্ত সংবিধানের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ও অনন্য নজির স্থাপন করেন।

জাতির জনক আইনের শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাইতো তিনি এককভাবে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়েও জাতিকে সংবিধান তথা শাসনতন্ত্র প্রদান করে নিজেই তার অধীনে চলে যান এবং সংবিধান এর বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

তাইতো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে যেমন ছিলেন বাঙ্গালীর অবিসংবাধিত নেতা তেমনি তিনি ছিলেন সৎ ও আদর্শ বিশ্ব নেতা। এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ব্যক্তির বক্তব্য ও বিবৃতি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনোই জন্ম নিত না

ব্রিটিশ দৈনিক ফিনান্সিয়াল টাইমস

"Bangladesh would never have been born without Mujib"

-British Daily Financial Times

সূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ আগস্ট ২০১৮

শেখ মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান

"Sheikh Mujib was an amazing personality"

-British Daily The Guardian

সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ আগস্ট ২০১৮

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ

ইউনেস্কো

"The historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is a part of the world's documentary heritage"

-UNESCO

সূত্রঃ দি ডেইলি স্টার, ৩১ অক্টোবর ২০১৭

তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য ছিল প্রেরণাদায়ক

ইন্দিরা গান্ধী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ভারত

"His extraordinary heroism has been a source of inspiration for the people of Asia and Africa"

-Indira Gandhi, Former Prime Minister, Republic of India

সূত্রঃ http://mujib100.gov.bd/pages/mujib/recognition

শেখ মুজিব কেবল বঙ্গবন্ধু নন তিনি আজ থেকে বিশ্ববন্ধু

রমেশ চন্দ্র

সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল

"Sheikh Mujib is not just the Bangabandhu (Friend of Bangladesh), from today he is also the Viswabandhu (Friend of the World)"

-Ramesh Chandra, Former Secretary General, World Peace Council

সূত্রঃ https://www.7thmarch.com/people-on-bangabandhu

আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

ইয়াসির আরাফাত

সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি

"The greatest attribute of Mujib's character was the blend of an

uncompromising and combative leadership with a soft, sympathetic heart"

-Yasser Arafat, Former President, Palestinian National Authority

সূত্রঃ https://www.7thmarch.com/people-on-bangabandhu

আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ব্যক্তিত্ব ও নির্ভিকতায় এই মানুষটি হিমালয়ের মতো

ফিদেল ক্যাস্ট্রো

সাবেক রাষ্ট্রপতি, কিউবা

"I have not seen the Himalayas. But I have seen Sheikh Mujib. In personality and in courage, this man is the Himalayas."

-Fidel Castro, Former President, Republic of Cuba

সূত্রঃ

http://www.theindependentbd.com/printversion/details/70028

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে এক মহান সন্তানকে

জেমস লামন্ড

সাবেক ব্রিটিশ এমপি

"The murder of Bangabandhu makes not only Bangladesh an orphan, but also the world loses a great child"

-James Lamond, Former British Member of Parliament

সূত্রঃ দি ডেইলি স্টার, ৩১ অক্টোবর ২০১৭

পোয়েট অব পলিটিক্স

নিউজ উইক

আমেরিকার সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিন

"Poet of politics."

-Newsweek, American Weekly News Magazine

সূত্রঃ https://www.7thmarch.com/people-on-bangabandhu

তোমরা আমারই দেওয়া ট্যাংক দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি

আনোয়ার সাদাত

সাবেক রাষ্ট্রপতি, মিশর

"You killed my friend Mujib with my tank! I curse myself"

-Anwar Sadat, Former President, Egypt

সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ আগস্ট ২০১৮

যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যেকোনো জঘন্য কাজ করতে পারে

উইলি ব্র্যান্ট

নোবেল বিজয়ী জার্মান চ্যান্সেলর

"Those who have murdered Mujib can do any despicable job"

-Willy Brandt, Nobel Laureate Chancellor of Germany

সূত্রঃ https://www.7thmarch.com/people-on-bangabandhu

শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং জনগণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবেন এটা শুধু সময়ের ব্যাপার

ব্রায়ান ব্যারন

দ্য লিসেনার, লন্ডন

"Sheikh Mujib will be officially restored to the highest seats in the history of Bangladesh and the hearts of the people. It's just a matter of time"

-Brian Barron, The Listener, London

সূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ আগস্ট ২০১৮

গুরুত্বপূর্ন বিধায় ভলটেয়ার (Voltaire) এর সেরা উক্তি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"I disapprove of what you say, buy I will defend to the death your right to say it."

গুরুত্বপূর্ন বিধায় ইভলি হল ***(Evelyh Beatrice Hal)*** এর উক্তিও অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it."

জাতির পিতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভলটেয়ার এবং ইভলি হল এর উপরিল্লিখিত উক্তি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাইতো জাতির পিতা বলেছেনঃ

"দুনিয়া দুভাগে বিভক্ত, নিপীড়িত ও অত্যাচারী।
আমি নিপীড়িতদের সাথে আছি।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতার প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী সকলেই সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সংবিধান মোতাবেক চলতে হবে। আশা করি, নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা জাতির পিতার উপরিল্লিখিত বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে, জাতির পিতার আদর্শ এবং তাঁর প্রণীত সংবিধান মোতাবেক অসহায় এবং নিপীড়িতের পাশে থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে সকল নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সহ আমরা সকলেই আজ দৃপ্ত কণ্ঠে শপথ করি নিপীড়নমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ার। তাহলেই বাস্তবায়ন হবে জাতির পিতার স্বপ্নের প্রকৃত সোনার বাংলাদেশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে, বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উক্ত পরীক্ষা তথা বিসিএস পরীক্ষায় এমসিকিউ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করে এবং বাংলাদেশ কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক বেআইনীভাবে, সংবিধান বিরোধীভাবে এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে অত্র দরখাস্তকারীদ্বয়কে সরকারী চাকুরীতে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়।

এটা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, একটি সন্তানকে লালন পালন করে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রতিটি মা-বাবার জন্য কত কঠিন কাজ তা সংশ্লিষ্ট সকলে ওয়াকিবহাল। এমন কঠিন কষ্টকর পরিশ্রমের পর যখন মা-বাবা দেখেন তার সারা জীবনের পরিশ্রমকে একজন নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা একটি শব্দে ধ্বংস করে দেয়, ব্যার্থ করে দেয়, ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, তখন সে মা-বাবা যে বুক-ফাটা কান্না করেন তাতে আরশ কেপে ওঠে। কেপে ওঠে আদালত, কেপে ওঠে সভ্যতা। এমনতর বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা দুঃস্বপ্নেও দেখেন নাই। এমনতর বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতা বাংলাদেশ স্বাধীন করেন নাই। বঙ্গবন্ধু সকল জনগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। সেকারনেই বাংলাদেশের জনগন তাঁকে যেমনি বঙ্গবন্ধু উপাধী প্রদান করেছে তেমনি করেছে জাতির পিতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২৬শে পৌষ ১৪২৬, ১০ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রদত্ত বানী গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

বানী

"সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ই মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষ্যে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। *তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।* ***তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা।*** *কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্খা পূরণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হবই, ইনশাআল্লাহ।*

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ-বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছি। ***আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধু সকলের।*** *কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে-এ আমার প্রত্যাশা।*

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষ্যে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।''

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্ব্যর্থহীন ভাবে আমাদের সকলকে বারবার যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা তাঁর সর্বশেষ উপরিল্লিখিত বানীতেই স্পষ্ট এবং কাঁচের মত স্বচ্ছ, তা হলো, ***জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সকলের। তিনি বাংলাদেশের সকল জনগণের জাতির পিতা। এমনকি যারা তার আদর্শ ও মতামতের বিরোধী তিনি তাদেরও জাতির পিতা।*** অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের নীতি আদর্শ কখনই জাতির পিতা এবং তাঁর তৈরী দলটির আদর্শ হতে পারে না। অবৈধ ক্ষমতা দখলদাররা যে পদ্ধতিতে জনগণকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে সেই একই পদ্ধতিতে জনগনকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জাতির পিতার আদর্শের পরিপন্থী।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্ষপঞ্জি তথা ক্যালেন্ডারের উপরের অংশে বর্নিত উদ্ধৃতি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"যারা সৎ পথে জীবিকা অর্জন করে, তারা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু"

-আল কোরআন।

"সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন।"

- বঙ্গবন্ধু।

"মুক্তির সংগ্রামের চেয়েও দেশে গড়ার সংগ্রাম কঠিন; তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।"

- বঙ্গবন্ধু।

"ঘুষদাতা ও ঘুষ-গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি"

- আল হাদিস।

"মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়"

- শেখ হাসিনা।

"আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ"

- শেখ হাসিনা।

দুর্নীতি ছেড়ে সেবা দিন, নৈতিকতার শপথ নিন।

২০৩০ সালের মধ্যে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার স্বপ্নে জাতিসংঘ কর্তৃক যে উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা ২০১৫ সালে গৃহীত হয় তাতে যে মূল কথাটি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে তা হলো ***একজন ব্যক্তিকেও***

উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ **কাউকে বাদ রেখে কোন উন্নয়ন নয়**। এই **Sustainable Development Goals** (SGDs) গুলো কি এবং কি পক্রিয়ায় এই লক্ষ্যগুলো তৈরী হলো সে সম্পর্কে জাতি সংঘের ওয়েব পেজ থেকে নিম্মে অবিকল অনুলিখন করা হলো ঃ

WHAT ARE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS?

Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals, are the architecture of the global plan for better future. That plan is called 2030 Agenda for Sustainable Development.

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all the UN member states, represents the vision of a better world and clear direction to the mankind for advancement of quality of life in the period 2015-2030. It directs countries' development towards eradication of poverty and hunger, reduction of inequalities, improvement of education, gender equality, addressing climate change, responsible consumption, preservation of biodiversity, economic empowerment and towards strengthening institutions essential for human rights protection, peace and justice.

In a nutshell- sustainable Development Goals are the global guidance towards better, sustainable future.

The 2030 Agenda is, above all, inclusive plan. Sustainable Development Goals particularly focus on empowering marginalised groups, such as women, children, elderly, poor, disabled, refugees, etc. That is way the key principle of SDGs is: Leave no one behind!

The 2030 Agenda is, above all, inclusive plan. Sustainable Development Goals particularly focus on empowering marginalised groups, such

as women, children, elderly, poor, disable, refugees, etc. That is why the key principle of SDGs is: Leave no one behind!

HELEN KLARK, Under-Secretary-General of the United Nations and UNDP Administrator

All 17 SDGs are interconnected. It is impossible to address them separately. In order to have them achieved, it is essential to address them integrally, as a broader developmental framework set to enable better quality of life for all in next 15 years. Therefore, partnership is crucial for achievement of 17 SDGs. It is of utmost importance to establish cooperation among governments, civil society, international organisations, private sector and individuals.

Member states already committed to incorporate SDGs in their developmental policies. But sustainable development is possible only if all of us work towards achievement of these goals. And how to do it? Well, quite simple. By starting from ourselves. From our community. Accomplishment of the 2030 Agenda will be contributed by even the smallest actions such as rational water consumption, respect of diversities in local community, planting one new tree, equal treatment of men and women, girls and boys, responsible treatment of the resources and environment, etc. Any of those actions will contribute to the achievement of the vision of a better world envisaged by the Agenda for Sustainable Development by 2030.

HOW THE SDGS WERE MADE?

This is the first developmental agenda which was created, not exclusively by leaders and polititians, but

also by ordinary citizens. During the Post-2015 consultations organised in the period 2013-2015, more than 8 million people around the world clearly said in what kind of world they want to live in. By doing so, they helped UN member states, all 193 of them, to create and adopt this ambitious plan at the UN General Assembly in September 2015, as a vision of a better world by 2030.

Montenegro had an active role in this process. More than 12.000 citizens i.e. 2% of its population, participated in post-millennium national consultations.

Sustainable Development Goals are continuation of Millennium Development Goals (MDGs), the largest anti-poverty push in the history of mankind, in the period of 2000-2015. The MDGs enabled human kind to cut in half the extreme poverty, to increase education rate, to decrease child mortality as well as to stop HIV/AIDS and malaria epidemics, but also to advance the position of women in may societies around the glove. The Sustainable Development Goals build on reaching the vision of better world by 2030.

অর্থাৎ জাতিসংঘের নেতৃত্বে পৃথিবীর সকল জাতি রাষ্ট্র এই অঙ্গীকার করেন যে, সকলকে তথা সকল মত ও পথকে সাথে নিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

এটা আজ বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, সত্যিকার টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সকলের অংশগ্রহণ। অর্থাৎ সকল প্রকার মত, পথ এর অংশগ্রহণ ভিন্ন কোন স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে,

"THERE SHALL BE NO COMPULSION IN [ACCEPTANCE OF] THE RELIGION"

(OURAN 2:256)

ইসলাম সিটি নামক অনলাইন পত্রিকায় (www.islamcity.org) প্রকাশিত মজিদ আরবিল (MAJD ARBIL) এর লেখা "*The compassion of the Prophet towards those who abused him"* (প্রকাশিত ২৬শে জুন ২০১৮) এ আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শান্তি, ন্যায়বিচার, প্রাণ এবং পরিবেশের অধিকার বিষয়ক চিন্তা চেতনা দেখতে পাই যা নিম্মে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> ***"Prophet Muhammad started the message of Islam in Arabia at a time when human rights had no meaning, might was right and the society was entrenched in paganism. In this environment, Prophet Muhammad taught a message of justice, peace, human rights, animal rights and even environmental rights as ordained by God, the One True Creator of all that is in the universe.***
>
> ***God has shown us in the character of Prophet Muhammad the model of a companionate person. He treated everyone, friends and foe, man and woman, young and old, with kindness and respect.***
>
> ***Even when the pagan Arabs reacted to the message of the Prophet with extreme hatred he showed love and kindness. The following examples. from the life of the Prophet show us how we showed react when faced with hat red.***
>
> ***We can see one of the most patient and tolerant aspects of the Prophet's character in the incident of an old woman who made a habit of throwing trash in the way of the Holy Prophet Muhammad whenever he passed by her house.***
>
> ***The story related about this incident, mentions a neighbor of the prophet that tried her best to irritate him by throwing garbage in his way every day. One day, when he walked out of his home there was no garbage. This made the Prophet inquire about the old woman and he came to know that she was sick. The Prophet went to visit her and offer any assistance she might need. The old woman was extremely***

humble and at the same time ashamed of her actions in light of the concern that the Prophet showed her.

By seeing the example of compassion of Prophet Muhammad she became convinced that Islam must be a true religion that the Prophet was preaching.

Another incident that is reported from the life of the Prophet is when the Prophet traveled to a neighboring town of Taif.

In Taif he thought be respectable to the message of Almighty God. The people of Taif turned out to be as hateful as the people of Makkah. The elders of the town planned an organized campaign to ridicule the Prophet. To escalate their disapproval of the Prophet and prevent him from preaching Islam, they set a group of children and vagabonds behind him. They pestered him and threw stones at him. Tired, forsaken and wounded, he sought refuge in a nearby garden. It belonged to Atabah and Shaibah, two wealthy chiefs of Quraish.

They were both there when Prophet Muhammad entered and sat under a distant tree. The Prophet raised his face towards heaven and prayed. "O Almighty! I raise unto you, my complaint for my weakness, my helplessness, and for the ridicule to which I have been subjected. O merciful! You are the Master of all oppressed people, You are my God! So to whom would You consign me? To the strangers who would ill-treat me, or to the enemies who have an upper hand over Me? It whatever has befallen me is not because of Your wrath, the I fear not. No doubt, the field of Your security and care is wide enough for me. I seek refuge in Your light which illuminates the darkness and straightens the affairs of this world and hereafter, that Your displeasure and wrath may not descend upon me. For the sake of Your pleasure, I remain pleased and resigned to my fate. No change in this world occurs without Your Will."

Atabah and Shaibah were watching. They sent for their servant named Adaas and gave him a plate full of grapes. "Take this to that man under the tree," they ordered. So he brought the grapes to Prophet Muhammad.

As the Prophet picked the grapes he said, "Bismillahir Rahmaanir Rahim" (In the Name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate). Adaas had never heard this before. He was impressed by it, because the Prophet was invoking mercy and compassion of Almighty in spite of all the hardship he was subjected to.

"Who are You?" Adaas asked. Muhammad replied, "I am the Prophet of God. Where do you come from?"

The servant said: "I am Adaas, a Christian. I come from Nainava."
"Nainava? You come from a place where my brother Yunus bin Mati (Jonah son of Mati) lived," the Prophet said.
Adaas was surprised to hear the name.

"What do you know of Yunus? Here no one seems to know him. Even in Nainava there were hardly ten people who knew his father's name."
The Prophet said: "Yes, I know him because just like me, he was a Prophet of Almighty God."

Adaas fell on his knees before the Prophet, kissed his hand and embraced him.

It is further reported that after the Prophet took refuge from the stone-throwing mob, Angel Jibrael came to the Prophet and asked him if he so wished Jibrael would give the command to bury the city between two mountains. Although the prophet had suffered a great deal at the hands of these people, he replied that he did not wish destruction for the people of Taif because may be their off spring would proclaim the religion of truth.

The Islamic scholar Iman Ghazali (1058-1111 C. E.) summarizes the information he collected in the hadith regarding our Prophet's compassionate attitude to all those around him as follows:

"He was far from knowing anger and quickly showed compassion for things. He was the most loving of men toward other people. He was the most auspicious of men and did the most good to others, and the most useful and beneficial to others."

The Quran says that Prophet was sent as a mercy to the worlds. If we are to honor the Prophet, it will be by adopting the sublime character of our Prophet and not through the emotions of anger and hate."

উপরের লেখাটি সরজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কত বড় মহান মানুষ ছিলেন কত বড় সহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। তাঁকে কখোনই কোন রাগ স্পর্শ করতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সকলের ভালোবাসার পাত্র। এমনকি তিনি অবিশ্বাসীদের কাছেও ছিলেন আল-আমিন তথা বিশ্বাসী। যারা তাঁর ক্ষতি চেয়েছেন তাঁদেরও তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাঁদের অকল্যাণ স্বপ্নেও কামনা করেন নাই। যদি আমরা আমাদের প্রিয় নবীকে সত্যিকার ভাবেই সম্মান করতে চাই তাহলে আমাদেরকে তাঁর মতো চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং রাগ এবং অসহিষ্ণুতাকে চিরতরে দূরে ঠেলে দিতে হবে। তাঁহলেই কেবল মাত্র আমরা একটি Inclusive Society প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্র স্থির করা আছে তা অর্জন করতে পারবো।

আমেরিকার আর্চবিশপ (American archbishop) Fulton J. Sheen বলেছেন যে,

"There is no other subject on which the average mind is so much confused as the subject of tolerance and intolerance..

Tolerance applies only to persons, but never to principles. Intolerance applies only to principles, but never to persons."

১৪৪২ বছর আগে আমাদের পবিত্র কোরআনে সহনশীল এবং সহিষ্ণু সমাজ গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল মত পথকে সম্মান করতে ইসলাম ধর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি আমরা দেখি যারা রাসুল (সঃ) এর ক্ষতি করতে চেয়েছিল রাসুল (সঃ) তাঁদের সাথেও সহিষ্ণু আচরণ করেছেন, তথা সহিষ্ণু ছিলেন। সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সহিষ্ণু সমাজ নির্মানে এবং সকলের অংশগ্রহণে একটি সত্যিকার টেকসই রাষ্ট্র বিনির্মানে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তিনি কখোনই ভিন্ন মতকে দমন পীড়নে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাইতো তিনি আমাদের পবিত্র সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করেছেন,

> ***"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সামাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;"***

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ মোতাবেক সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ মোতাবেক সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(১) মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। অর্থাৎ সংবিধানের প্রাস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭ এবং ২৯(১) মোতাবেক আমাদের দেশটি সকল ধর্ম, বর্ণ এবং বিশ্বাসের তথা সকল মত, পথ ও আদর্শের পাশাপাশি অবস্থান তথা সহিষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার একটি আদর্শ রাষ্ট্র।

দুরভিক্রম্য চারটি ধাপ তথা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, এমসিকিউ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অতিক্রম করে আসা একজন প্রার্থীকে বাংলাদেশের সর্বজন গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ করা সত্ত্বেও **যথাযথ সংস্থা (appropriate agency)** কর্তৃক কোনরূপ উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করে দরখাস্তকারীগণকে নিয়োগের অনুপযুক্ত মর্মে মতামত প্রদান বেআইনী, সংবিধান বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, জাতির পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শ পরিপন্থী।

উপরিল্লিখিত সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় আমাদের দ্বিধাহীন মতামত হল নিরাপত্তা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনটি একটি অযৌক্তিক (unreasonable), অসদভিপ্রায় (bad faith), অসদদুদ্দেশ্যে (malafide) এবং স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) আদেশ। সর্বোপরি প্রতিবেদনটি ন্যায়বিচার বা প্রাকৃতিক বিচার (natural justice) এর নিয়মবিরোধী বা পরিপন্থী সুতরাং উক্ত প্রতিবেদনের উপর

ভিত্তি করে ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীদ্বয়ের বরাবরে নিয়োগ পত্র ইস্যু না করা বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভুত। এমতাবস্থায়, রুলটি চূড়ান্ত হওয়ার উপযোগী।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির পরবর্তী ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে দরখাস্তকারীদ্বয়কে নিয়োগপত্র প্রদান করার জন্য ১ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আরও আদেশ হয় যে, যেহেতু দরখাস্তকারীদ্বয় বিনা দোষে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সেহেতু দরখাস্তকারীদ্বয় তাদের প্রাপ্য পাওনা থেকে বিন্দু মাত্রও বঞ্চিত হবেন না। দরখাস্তকারীদ্বয় বিগত ইংরেজী ০৮.১০.২০১৩ তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত মর্মে গণ্য হবেন এবং তদানুযায়ী তাদের জ্যেষ্ঠতা এবং বকেয়া পাওনা প্রাপ্ত হবেন।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সকল পক্ষকে দ্রুত অবহিত করা হোক।

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

আমি একমত

যেভাবে ০৮.১০.২০১৩ তারিখের পর চার বৎসর যাবৎ তথা ২০১৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ০৬ জন, ০২ জন, ০৫ জন, ০৩ জন, ০১ জন, ০৩ জন, ০৭ জন, ০১ জন এবং ০২ জন নিয়োগ হলো তাতে এটি প্রতীয়মান যেন কোন এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় যেমনি তারা বাদ পড়েছেন তেমনি সেই অদৃশ্য হাত যে কোন ভাবেই হোক সন্তুষ্ট হয়ে আবার তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করেছে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্মকান্ড এবং অনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে।